স্বপ্নযাত্রা

স্বপ্নের শুরু...............

একটি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

উদ্যোক্তা'র স্বপ্ন

স্বপ্নযাত্রার শুরুটা খুবই সাদামাঠা। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষেরা তাদের জীবন যুদ্ধে জর্জরিত হয়ে প্রতিনিয়ত অমানবিক অবস্থায় জীবন যাপন করছে। অশিক্ষা, বেকারত্ব এবং সেই সাথে সামাজিক অবক্ষয় ক্রমশ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কিভাবে ভূমিকা রাখা যায়, কি করা যায় এসব নিয়ে প্রায়ই আমি বন্ধুমহল ও পরিচিত অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। ২০১৫ সালের মাঝামঝি সময়ে আমার এক বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম, মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার এক ছাত্রের পড়াশোনা আর্থিক কারনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, রিপন নামের এই ছেলেটি হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসিতে বাণিজ্যিক বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। রিপনের বাবা দাউদকান্দি মেঘনা নদীর ঘাটে জাহাজে করে আসা পাথর তোলার কাজ করে দিনে ২০০-২৫০ টাকা পায় যা দিয়ে ৪ ভাইবোনসহ বাবা-মায়ের সংসারের খাওয়ার খরচই চলে না, পড়াশোনার খরচ চালানোতো দূরের কথা, বেঁচে থাকাই কষ্টকর। তখনি আমি ভাবলাম আমি এই ছেলেটার পাশে দাড়াবো। আমি রিপনকে উৎসাহ দেই ভালো কলেজে ভর্তি হতে এবং সে ঢাকা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। আমি তখন থেকেই রিপনের পড়ার খরচ চালানোর দায়িত্ব। রিপন এখন ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। রিপনের স্বপ্ন একদিন সে বড় চাকরি করে পরিবারের দুখ-দুর্দশা দূর করবে।

এরপর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক কারনে পড়াশুনা ব্যঘাতের খবর আসতে থাকে। ইতিমধ্যে আমার পরিচিত ও বন্ধুমহলে কয়েকজন আমার এই অনুভূতির সাথে একাত্ব হয়ে আর্থিক অনুদান করেছেন। আমি এযাবৎ ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা দিতে সক্ষম হয়েছি। এই ৫০ জন শিক্ষার্থীর সাথে ৫০টি পরিবারের স্বপ্নপূরনের যাত্রার সংগি হতে পেরে আমি আনন্দিত। ওরা যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাবে, তখন ওদের মাঝেই আমি নিজেকে বারবার খুঁজে পাব। আমি আশা করছি আমার এই উদ্যোগের সাথে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন এবং আমরা আরও অনেক মানুষের স্বপ্নযাত্রার পথে সহযাত্রী হয়ে সবাই একসংগে হাসবো।

লক্ষ্য

সুস্থ, শিক্ষিত এবং পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ার মাধ্যমে দেশের সর্বাত্বক উন্নয়নে অংশগ্রহন করা।

উদ্দেশ্য

দরিদ্র ও সুবিধাবন্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত ও আত্বনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

মূল্যবোধ

- সুবিধাবন্চিত শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুবিধা প্রদানের জন্য অংগীকারাবদ্ধ।
- শিক্ষার্থীদের বৈচিত্রপূর্ন স্বপ্নপূরনে উদ্যোগী ও অংশীদার হওয়া।
- সমাজের সব ধরনের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা উন্নয়নের যাত্রায় অর্ন্তভূক্তিকরন।
- শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরন যাত্রার প্রতিটি অংশগ্রহন ও সহায়তার স্থায়ীত্বশীলতা নিশ্চিতকরন।

স্বপ্নযাত্রার শক্তি ও মনোবল

- স্বপ্নযাত্রার শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরনের ধীশক্তিই হচ্ছে স্বপ্নযাত্রার শক্তি।
- স্বপ্নযাত্রার সাথে যারা একাত্ব হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই যাত্রা পথের সফলতা কামনা করে পাশে থাকবেন এবং সাহস জুগাবেন সেটাই স্বপ্নযাত্রার মনোবল।

ব্যবস্থাপনা দল/কমিটি

স্বপ্নযাত্রার লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা দল কাজ করছে। ব্যবস্থাপনা দলের প্রত্যেকে নিজেদের স্বপ্ন, চিন্তা, বাস্তবতা ও স্বকীয়তা বজায় রেখে সুনিপুনভাবে স্বপ্নযাত্রার সফলতার জন্য দলের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করবেন। এখানে বয়স, শিক্ষা এবং জাত বা জাতিভূক্ত কোন বিষয় বাধাঁ সৃষ্টি করবে না। বর্তমানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির সদস্য:

- আরিফ সিকদার - নির্বাহী পরিচালক, আম্বালা ফাউন্ডেশন
- দেওয়ান তৌফিকা হোসেন - পরিচালক, আম্বালা ফাউন্ডেশন
- মো: রকিবুল হাসান তালুকদার - সহকারি পরিচালক, আম্বালা ফাউন্ডেশন
- মো: মোস্তাফিজুর রহমান - সহকারি পরিচালক (এমএফপি), আম্বালা ফাউন্ডেশন
- কাজী ফয়সাল ইসলাম - ডেপুটি ম্যানেজার - কমিউনিকেশন এন্ড অ্যাডভোকেসি, আম্বালা ফাউন্ডেশন

স্বেচ্ছাসেবক দল

স্বপ্নযাত্রার সফলতা কামনায় এপযর্ন্ত কয়েকজন ব্যক্তি মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান/ভূমিকা রাখছেন:

- মাকসুদুর রহমান
  ...., চারুকলা
- দিলরুবা আহমেদ শরমীন
  ফ্রিলেন্স কমিউনিকেশনস স্পেশালিষ্ট
- মতিন রায়হান
  ...., বাংলা একাডেমী
- মাহমুদা কেয়া আলীম
  হেড অব প্রোগ্রাম, সাইটসেভারস বাংলাদেশ

নির্বাচন প্রক্রিয়া

- আবেদনকারী শিক্ষাবৃত্তি ফরম পূরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, অভিভাবক ও নিজের স্বাক্ষর প্রদান করে আম্বালা ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট শাখা কার্যালয়ে জমা দিবেন।
- পরবর্তিতে আম্বালা ফাউন্ডেশনের কর্মএলাকায় কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে আবেদনপত্র যাচাই করে সুপারিশ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।
- স্বপ্নযাত্রার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চুড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাচিত হওয়ার পর আবেদনকারী স্বপ্নযাত্রার শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় আসবেন।

সহায়তার ধরণ

- ৫ম শ্রেণী থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত আগ্রহী যে কোন জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ও সুবিধাবন্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে যে শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য যে মাসে যত টাকা প্রয়োজন হবে, তা মাসিক বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা।

শিক্ষা সহায়তার খাতসমূহ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতন
- সেশন ফি/পরীক্ষার ফি
- শিক্ষা বিষয়ক উপকরন
- খাবার/টিফিন
- স্কুল ড্রেস, জুতা, ব্যাগ
- যাতায়াত খরচ
- পড়ার টেবিল
- আবাসন/হোস্টেল ব্যয়

অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা/ব্যবস্থাপনা

স্বপ্নযাত্রার শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের জন্য পাওয়া অনুদান, অর্জিত অর্থের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা দুই ভাগে বিভক্তঃ

ক. শিক্ষাবৃত্তি প্রদানঃ

শিক্ষা সহায়তা ফান্ড সংরক্ষণের জন্য একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। এই অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হবে কেবল স্বপ্নযাত্রার শিক্ষাবৃত্তি বাবদ অনুদান গ্রহণ এবং স্বপ্নযাত্রার শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে।

খ. প্রশাসনিক ব্যয়ঃ

স্বপ্নযাত্রা কার্যক্রমের প্রশাসনিক ব্যয় আম্বালা ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত অর্থ থেকে পরিচালনা করা হবে। কোনভাবেই শিক্ষা সহায়তা ফান্ড থেকে প্রশাসনিক, প্রচার, প্রচারণা, প্রকাশনা ও অনুষ্ঠান ব্যয়সহ অন্যান্য খাতে খরচ করা হবে না।

স্বপ্নযাত্রা'য় অংশগ্রহন/ভূমিকা/অবদান

অর্থপ্রদানের মাধ্যমে

এককালীন, মাসিক বা বাৎসরিক ভিত্তিতে যে কোন পরিমান অর্থ নগদে বা চেকের মাধ্যমে স্বপ্নযাত্রার ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে পারেন।

স্পনসরশীপ এর মাধ্যমে

যে কোন একজন শিক্ষার্থীকে বাছাই করে তাকে তার স্বপ্নপূরনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিয়মিত আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার মাধ্যমে

স্বপ্নযাত্রার স্বপ্নচারিনীদের সাথে একাত্ব হয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বপ্নযাত্রার কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহন করতে পারেন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

অ্যাকাউন্টের নাম: স্বপ্নযাত্রা

অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০০৩৫১৩১০০০০০৭৬২

শাখা/ব্রাঞ্চ: শ্যামলী ব্রাঞ্চ

ব্যাংক: সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

রাউটিং নম্বর: ২৬৪৩০৪

স্বপ্নযাত্রা এখন সুমির স্বপ্নসিঁড়ি

বড় হয়ে শিক্ষক হবে, শিক্ষার আলো ছড়াবে সবার মাঝে এমনই স্বপ্ন দেখে **সুমি আক্তার**। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা যখন বলছিল, তা ক'বছর আগের কথা। বাবার সংসারে অভাব-অনটনে একবার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল **সুমির**। অতঃপর তার আগ্রহ আর পরিবারের ইচ্ছাশক্তির বলে আবার ফিরে আসে শিক্ষাজীবনে।

সুমি আক্তার মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলায় বহমান ধলেশ্বরী শাখা নদীর পাড় ঘেঁষে জেগে ওঠা মোল্লারচর এলাকার বেদেপল্লির এক মেয়ে । বাবা সিরাজুল ইসলামের দ্বিতীয় কন্যা **সুমি**। বাবা নদী-খালে মাছ ধরে আর মা পাড়া-মহল্লায় ফেরি করে কাচের জিনিস বিক্রি করে। পরিবারে যা রোজগার হয় তা দিয়ে কোনভাবে সংসার চলে। **সুমির** ছোট আরেকটি ভাই আছে, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ভাইবোনের পড়ালেখার জন্য খাতা, কলম, গাইড বই, স্কুল ড্রেস, যাতায়াত খরচ, খাবার, বিভিন্ন ফি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের টাকা জোগাড় করা পরিবারের জন্যে ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রতিনিয়তই সন্ধ্যার আলো নিভে মাঝরাতের কালো অন্ধকারের মতন পরিবারের আর্থিক পিছুটান বারবার তাড়া করে চলে **সুমির** আলোকিত শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটাতে।

সুমির পরিবারের এই অক্ষমতার কথা শুনে 'স্বপ্নযাত্রা' ২০১৯ সালের মার্চ থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়। দায়িত্ব নেয় **সুমির** শিক্ষাজীবনের ব্যয় বহনের।'স্বপ্নযাত্রা' চায় **সুমির** সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ আর আর্থিক বাধাহীন শিক্ষাজীবনের সফল পরিসমাপ্তি।

সুমি বর্তমানে মুন্সিগঞ্জের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। মেধার বিবেচনায় ক্লাসের অন্যদের তুলনায় সে অনেক ভালো। পঁচাত্তর জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে **সুমির** অবস্থান ২৮তম। **সুমি** একদিকে যেমন মেধাবী অন্যদিকে বেদেপল্লির শান্ত মেয়ে, সবার মুখে মুখে তার অনেক প্রশংসা। অদম্য ইচ্ছা আর মেধাশক্তিতে বলিয়ান হয়ে **সুমি** স্বপ্নসিঁড়ি বেয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বপ্ন দেখতে শেখায় স্বপ্নযাত্রা

প্রতিটি মানুষের ভিতরে সুপ্ত কিছু স্বপ্ন থাকে যে সে লেখাপড়া করে জীবনে অনেক বড় হবে। ঠিক তেমনি করে **পায়েলও** স্বপ্ন দেখে অনেক বড় কিছু হওয়ার। **পায়েল** রন্ছ-রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বাবা দর্জির কাজ করেন এবং মা একজন গৃহিণী। দুই বোন, এক ভাই ও বাবা-মা মিলে পাঁচজনের সংসার। বাবার এই ক্ষুদ্র আয়েই চলছে তাদের লেখাপড়া। বড় বোন মুন্সীগঞ্জের স্বনামধন্য সরকারী এ ভি জে এম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেছেন, **পায়েল** সমাপনীতে জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে ও ছোট বোন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। ছেলেমেয়েদের পড়া-লখা করাতে গিয়ে হিমশিম খেলেও বন্ধ করেননি তাদের লেখাপড়া। তিনি চান তার মতো তার ছেলেমেয়েরাও যেন দারিদ্র্যের কষাঘাতে পিষ্ট না হয়।

পায়েল স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে ডাক্তার হবে এবং সাধারণ মানুষের সেবা করবে। তার এই স্বপ্ন যেন অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় এবং সেই স্বপ্নকে সত্যি করার জন্যে মশাল হাতে এগিয়ে এসেছে 'স্বপ্নযাত্রা'। 'স্বপ্নযাত্রা' কাজ করে যাচ্ছে এক ঝুড়ি স্বপ্ন নিয়ে। গরিব, অসহায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন তাদের স্বপ্ন থেকে ছিটকে না পড়ে সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। অভিভাবকের মতোই নিশ্চিত করছে তাদের উচ্চতর পর্যায়ে লেখাপড়া। **পায়েলের** পাশে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাচ্ছে 'স্বপ্নযাত্রা'। 'স্বপ্নযাত্রা' স্বপ্ন দেখে **পায়েল** ডাক্তার হয়ে অসহায় মানুষের সেবা করবে এবং ভবিষৎতে আলোর মশাল হয়ে দেশের উন্নয়ন করবে। আর নতুন প্রজন্মকে দেখাবে আলোর পথ।

আইনজীবী হওয়াই 'প্রণয়ের' অভিপ্রায়

ক্লান্ত বিকেল, সময় ঠিক পাঁচটা। আমার অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হচ্ছে না। ভাবছেন কিসের অপেক্ষা? অপেক্ষা একজন ভবিষ্যৎ আইনজীবীর সাথে কথা বলার। ভবিষ্যৎ আইনজীবী শুনে অবাক হচ্ছেন? আমিও হয়েছিলাম প্রবল মনোবল আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয় দেখে। বলছি মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রনছ-রুহিতপুর গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক পরেশ দাসের বড় ছেলে **প্রণয় দাস** এর কথা। **প্রণয়ের** সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছিল। তখনই তার কথা শুনে **প্রণয়কে** দেখার আগ্রহটা খুব বেড়ে গেল। তাই প্রবল উত্তেজনা নিয়ে চলে গেলাম **প্রণয়ের** বাসায়।

প্রণয় রনছ-রুহিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্র। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নীলসাদা রঙের স্কুল ড্রেস, কাঁধে ব্যাগ আর ক্লান্ত ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাসায় ঢুকলো **প্রণয়**। ক্লান্ত শরীর কিন্তু তার চোখে-মুখে যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের আভা জ্বলজ্বল করছে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেই, বলল, ভগবান ভালো রেখেছেন। পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করতেই খুব হাসিমুখে বলল, ভালো, সাথে বলল, ***স্বপ্নযাত্রা***র জন্যই আমি পড়াশুনায় নতুন মাত্রা পেয়েছি। স্বপ্নের পথে হাঁটার নতুন পথ পেয়েছি। এখন **প্রণয়** পড়াশুনায় আরো মনোযোগী হয়েছে।

কেমন ছিলো পেছনের দিনগুলি? **প্রণয়** বলল, আমার বাবা কৃষিকাজ করেন। মা গৃহিণী আমরা দুই ভাই এক বোন। একমাত্র বাবার আয় দিয়েই আমাদের সংসার চলে। অনেক সময় দেখেছি মা আমাদেরকে খাইয়ে হাঁড়ি মুছে আধপেট খেত। এমন অবস্থায় পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া যেন দুঃস্বপ্নের মতো। ভেবেছিলাম পড়াশুনা করে আইনজীবী হবো কিন্তু যেখানে ঠিকমতো খেতেই পাই না সেখানে এতদূর পড়াশুনা করে কীভাবে আইনজীবী হবো? সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কোনোভাবে এসএসসি পাশ করে কোনো একটা কাজে লেগে যাবো, যাতে ছোটভাই বোনের লেখাপড়ার কোনো সমস্যা না থাকে। আমার স্বপ্নটা না হয় আমার ছোট ভাইবোন পূরণ করবে।

প্রণয় এই কথা বলতে বলতে চোখের পানি ফেলে দিলো। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম ওকে কি বলে কান্না থামাবো। একটু পরেই **প্রণয়** বলে উঠলো, জানেন দাদা, ভগবান আমার কথা শুনেছে। প্রতিদিন পূজা করে ভগবানের কাছে বলতাম- ভগবান যেভাবেই হউক আমি যেন পড়াশুনা করে আইনজীবী হতে পারি। ভগবান তাই করেছেন, ***স্বপ্নযাত্রা***কে আমার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আমার স্বপ্ন সত্যি হতে আর কোনো বাধাই থাকবে না। আমি আইনজীবী হবোই আর আইনজীবী হতে পারলে আমি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো যেমনটি ***স্বপ্নযাত্রা*** আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমার পুরো মনোযোগ এখন পড়াশুনায় দিতে পারি। দাদা, আমি সত্যিই একদিন আইনজীবী হবোই, আপনি দেখবেন।

প্রণয়ের চোখে তার স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছিল আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, ***স্বপ্নযাত্রা*** সমাজের এই **প্রণয়ের** মতো এই স্বপ্নজয়ী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন এক আলাদা উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক শিক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে।

রিপন হোসাইন: পিতার ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল, শিক্ষকের আদর্শ ছাত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত

রিপন হোসাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে গজারিয়া উপজেলার উত্তরশাহাপুর গ্রামে বাস করে। পড়াশোনার প্রথমদিকটা শেষ করেছে নিজ গ্রামের স্কুল ও কলেজে। বাবা দিনমজুর, সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন সন্তানের পড়ার খরচ জোগাতে। রিপনের মেধা, বাবার ঘামঝরা শ্রম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিই তাকে দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছে। নগর জীবনে সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীরাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিই হতে পারে না। মেধাবী ছাত্র রিপন হোসাইন এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা ভাবতে শুরু করেছে, কর্মজীবনেও সে সফল হবে। তার আত্মবিশ্বাসের ভিত শক্ত করার পেছনে যেমন তার অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণু পিতার শ্রম রয়েছে, তেমনি রয়েছে একজন নীরব সহায়কের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা! তিনি 'স্বপ্নযাত্রা'র প্রধান উদ্যোক্তা, জনাব আরিফ সিকদার। তিনি রিপনের কলেজ জীবনের শুরু থেকেই আর্থিক সহযোগিতা করেন, মানসিক শক্তি জুগিয়ে আসছেন একজন পরম অভিভাবকের মতো। তাকে পৃষ্ঠপোষকতার ছায়া দিতে গিয়েই তিনি ভাবেন দেশের সুবিধাবঞ্চিত অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াবেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে।

রিপন এখন দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন গর্বিত শিক্ষার্থী। জীবন যদি তার নিয়মেই চলত তাহলে প্রত্যন্ত গাঁয়ের এই মেধাবী রিপন উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পা রাখতে পারত না। হয়তো বা তার চলাপথ শেষ হয়ে যেতো উত্তরশাহাপুর গ্রামের মেঠোপথে বা গ্রাম্য হাট-বাজারে। বাবার মতো দিনমজুরিই হয়ে উঠতো তার অনিবার্য নিত্যকর্ম। তবে সবকিছুর আগে পড়াশোনা। পড়াশোনার বিকল্প নেই। অনুজ শিক্ষার্থীরা রিপনকে দেখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে, হয়ে উঠতে পারে স্বপ্ন সফলের জন্য পড়াশোনায় আরও মনোযোগী। রিপন এখন পিতার ভবিষ্যৎ, স্নেহময় শিক্ষকের সফল ছাত্রের সেরা উদাহরণ। আমরা রিপন হোসাইনের সফল কর্মময় জীবন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা।

নাদিম মাহমুদ: আগামীর সফল মানুষের এক প্রতিকৃতি

গজারিয়া উপজেলায় সমৃদ্ধ গ্রাম বৈদ্যারগাঁওয়ের একটি বিদ্যাপীঠের নাম ‘হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়’। শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, ওই পরিবার স্থানীয় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব স্থাপনাই নিঃস্বার্থভাবে তৈরি করেছে। শ্রদ্ধেয় হাজী কেরামত আলীর একজন উত্তরসূরির হাত দিয়েই শিক্ষা সহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান ‘স্বপ্নযাত্রা’র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মেধাবী ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে, হাত ধরে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে ‘স্বপ্নযাত্রা’।

এ যাত্রার প্রথম ব্যাচের একজন সৌভাগ্যবান যাত্রী মেধাবী মুখ মোঃ নাদিম মাহমুদ। সে বৈদ্যারগাঁও হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। প্রয়াত কৃষক পিতা মোঃ আয়নাল হকের পুত্র মোঃ নাদিম মাহমুদ এখন একা নয়। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরম নির্ভরতার অভিভাবকতুল্য প্রতিষ্ঠান ‘স্বপ্নযাত্রা’। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী পিতৃহীন নাদিম মাহমুদ অধ্যবসায়ী হয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের দুটি সনদ অর্জন করেছে সফলতার সঙ্গে। এজন্য সে প্রশংসার দাবিদার। অভিভাবকহীন কতো শিক্ষার্থীই তো ঝরে পড়ে নিচ ক্লাসে থাকতেই। এ ক্ষেত্রে সে অন্যদের জন্য একজন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ওর এতোটা পথচলার পেছনে সহায়ক ভূমিকা রাখা মা, নিকট অভিভাবক ও সর্বোপরি ওর শিক্ষকবৃন্দ আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আশা করি মোঃ নাদিম মাহমুদ ভবিষ্যতে মেধাদীপ্ত প্রচেষ্টায় একজন সুশিক্ষিত ও কর্মজীবনে সফল মানুষে পরিণত হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

দাদাভাইয়ের স্বপ্ন (মিলা রহমান)

দাদাভাই নাকি স্বপ্ন দেখতো আর প্রায়শই বাবাকে বলত 'তোর মেয়ে হলে তাকে ডাক্তার বানাবি। আমার সকল অসুখের চিকিৎসা ওকে দিয়েই করাবি। মানুষের কাছে অনেক বড় হয়ে থাকবে আমার নাতনি।' দাদাকে আমি দেখিনি। জন্মের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। দাদা ভাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের তাগিদেই মনে হয় বাবা আমাকে পড়ালেখার জন্য সায়েন্স গ্রুপে ভর্তি করিয়েছেন। বাবার কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে হাঁটিহাঁটি পা পা করে আমি যখন মেডিকেলে ভর্তি হই, তখন বারবার মনে হলো দাদার স্বপ্ন বুঝি সত্যি হতে চলেছে। আমার পড়ালেখার প্রতি প্রবল ইচ্ছা আর ঝোঁক দেখে আজ পরিবারের সকলেরই যেন বড় দাবি : আমি একজন সফল ডাক্তার হই।

সে যাই হোক, আমার বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় স্বল্প বেতনে কাজ করেন। বাবার উপার্জনের টাকায় সংসারের ভরণ-পোষণের পর অন্যদের পড়ালেখা খরচ জুগিয়ে আমার ডাক্তারি পড়াশুনার বিপুল অর্থ জোগান দেয়া ক্রমেই বোঝা হয়ে উঠছিল। বাবার মুখখানি আমাকে প্রায়শই চিন্তিত করতে শুরু করল। আমার সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যখন তাড়া করছিল আমার স্বপ্নপূরণের যাত্রাপথে, ঠিক তখনি কল্পলোকের এক অভিভাবকের মতো 'স্বপ্নযাত্রা' আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমার পড়ালেখার সকল দায়দায়িত্ব নিয়ে নেয়। আজ আমি আনন্দে আত্মহারা। পরিবারের সকলের ইচ্ছে পূরণের সময় হয়তো এসে গেছে। স্বপ্নযাত্রার সৃষ্টি যিনি করেছেন, তাঁর কাছে আমি-আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

‘স্বপ্নযাত্রা’র সহায়তায় স্বপ্ন দেখছে কাউসার

স্বপ্ন তো সবাই দেখি কিন্তু পূরণ করতে ক’জন পারি। কারো কারো স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। নিজের সামর্থ্যের অভাবে। অনেক মেধাবী ছাত্র ঝরে পড়ে কিংবা কেউ কেউ আবার চলে যায় বিপথে। এতে করে বিপন্ন হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। সেই মেধাবী তরুণদের স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে ‘স্বপ্নযাত্রা’। গরিব মেধাবী ছাত্ররা যেন তাদের মেধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পাওে সেই অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে এই ‘স্বপ্নযাত্রা’। অসহায় মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করছে স্বপ্নযাত্রা। শরীফ সরদার পেশায় একজন রিকশাচালক। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে কাউসার সরদার কোর্টগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সমাপনীতে জিপিএ-৫ (এ+) পেয়ে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউ-দ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। ছোট ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী। আমরা অনেক সময় বলি গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, কাউসার অনেকটা তেমনি। অত্যন্ত মেধাবী এই কাউসার স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে সে একজন পুলিশ অফিসার হবে। দেশের জন্যে কাজ করতে চায় সে। আমরা আশা করি স্বপ্নযাত্রার সহযোগিতায় কাউসার তার স্বপ্নকে সত্যি করে তুলবে ।

আবু ইউসুফ : প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র

প্রকৃতির পাঠশালার ছাত্র এখন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠের মেধাবী মুখ! শহরের শিক্ষার্থীদের চেয়ে গ্রামের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে শক্ত মনোবলের, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়। ছোটবেলা থেকেই তাদের একা একা স্কুলে যেতে হয়। তবে শহরের মতো সমাজবিচ্ছিন্ন, একাকী পরিবেশে ওদের বেড়ে উঠতে হয় না। যে পরিবেশে হারিয়ে যাওয়া বা দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অপহরণের ঝুঁকি একদম নেই বললেই চলে। যে কারণে বাবা-মা'র শঙ্কাযুক্ত মানসিকতার বেড়াজালে ওরা আবদ্ধ থাকে না। ওদের রয়েছে খেলাধুলার জন্য বিস্তীর্ণ মাঠ। তাই ওরা বেড়ে ওঠে নির্মল হাওয়ার মুক্ত এক সবুজ শ্যামল পরিবেশে। যে কারণে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতি ওদের ছেলেবেলা থেকেই প্রবল হয়। ওরা ছোট বয়সেই অনেক ফসল, গাছ, মাছ ও পাখি চেনে। প্রয়োজনে দুই গ্রাম পেরিয়ে পরিবারের জন্য বাজার করে আনতে পারে। প্রকৃতির সেই পাঠশালা ছোটবেলা থেকেই গ্রামের শিক্ষার্থীদের একটি বড় পাঠ আত্মস্থ করিয়ে দেয়। তেমন পাঠ নিয়েই এখন বড় স্বপ্ন দেখে মেধাবী ছাত্র আবু ইউসুফ।

গজারিয়া উপজেলার বৈদ্যারগাঁও গ্রামের স্বনামধন্য হাজী কেরামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মোঃ আবু ইউসুফ। পড়াশোনার প্রাথমিক স্তর সে পেরিয়ে এসেছে সফলতার সঙ্গেই। ওর এগিয়ে যাওয়ার পথে বাবা, মা ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ নির্দেশনার কমতি নেই। গ্রামের ছোটখাটো ব্যবসায়ী বাবা মোঃ আবু হানিফ তার প্রাথমিকের পড়াশোনার খরচ কোনভাবে পূরণ করতে পারলেও সন্তানের প্রতিষ্ঠা লাভের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অর্থের জোগান দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব। ঠিক এমন সময় 'স্বপ্নযাত্রা'র অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় মোঃ আবু ইউসুফ নির্বাচিত হয়েছে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য, আমাদের যাত্রাসঙ্গী হওয়ার জন্য। এখন ওর আর কোনও পিছুটান থাকছে না, থাকছে না অর্থসঙ্কটের শক্ত বাধার প্রাচীর। পিতামাতা, শিক্ষকদের শুভ কামনা সব সময় ওর পাথেয় হয়ে আছে। আমরা আশা করবো আত্মবিশ্বাসী আবু ইউসুফ পাঠচর্চায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে পরিবারের ও আমাদের সকলের মুখে হাসি ফোটাবে।

ফাতেয়া আক্তার : আলোর পথের উদ্যমী পথিক

টলটলে শীতল জলের নদী ফুলদী পাড়ের বিদ্যাপীঠ 'গজারিয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়'। গজারিয়া ইউনিয়নের একমাত্র নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানকার অষ্টম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী ফাতেয়া আক্তার। ওদের গ্রামের নাম পানশালের চর। যেখানে দিনমজুর পিতার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, সেখানে মেধা বা প্রতিভার লালন কষ্টকর বৈকি! কিন্তু কষ্ট হলেও মেয়েকে শিক্ষাবিমুখ করাননি পিতা জাকির হোসেন আর মা তাজমহল। নয়তো এমন পরিবারের মেয়ের মায়ের সঙ্গে ঘর গেরস্থালির কাজে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কিইবা করার থাকে! দরিদ্রতার কারণে আমাদের কত শত মেধাবী মুখ অঙ্কুরেই ঝরে পড়ে। এক সময় বাল্যবিয়ের শিকার হয়ে এদেরই তো দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অমোঘ নিয়তি মেনে নিতে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের অনুপ্রেরণা ফাতেয়াকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। জীবনে একদিন সে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এমন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন সম্ভব করার জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সন্তানের আত্মবিশ্বাস পিতাকেও সাহসী করে তোলে। যে কারণে হাল ছাড়েননি বাবা জাকির হোসেন। সাধ্যমতো জোগান দিয়েছেন কন্যার চাহিদার। শিক্ষা সম্পর্কিত সব চাহিদা শতভাগ পূরণ না হলেও সাতটি ক্লাস পার হয়েছে মেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গেই।

এ পর্যায়ে ফাতেয়ার স্বপ্নপূরণে পরম অভিভাবকের মতো পিঠে ভরসার হাত রেখেছে শিক্ষা সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। এখন ওর নিশ্চিন্তে পাঠে মন দেয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ! কেননা আর্থিক সঙ্কট আর থাকছে না। মেধা বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকতা অসচ্ছলতা।

আমরা প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করবো একজন সফল ফাতেয়া আক্তারের গর্বিত মুখ দেখার জন্য। আশা করি সে পিতামাতাকে ভুলিয়ে দেবে ছেলে আর মেয়ের অসাম্যের ভেদাভেদ।

অন্তরা মন্ডল প্রেমা : স্বপ্নযাত্রা'য় শিক্ষক হওয়ার প্রচেষ্টা

শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া তথা সভ্যতার বিকাশে যুগে যুগে অসংখ্য কৃতী ব্যক্তিত্বের মহতী উদ্যোগ আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের এই মানবসেবার দৃষ্টান্তে অন্ধকারে উজ্জীবিত হয়েছে অসংখ্য অভিযাত্রিকের জীবন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিক্ষানু-রাগী এক স্বপ্নবিলাসীর হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেল নতুন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। যা ইতোমধ্যে অসহায়, মেধাবী ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।

অদম্যকে জয় করতে দায়িত্ব নিয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'। এ যাত্রার প্রথম ব্যাচের একজন মেধাবী ছাত্রী অন্তরা মণ্ডল প্রেমা। মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রেমা। সে সফলতার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সনদ অর্জন করে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করছে।

চার কন্যা সন্তান নিয়ে কৃষক বাবা রঞ্জিত মণ্ডল যখন ছোট মেয়ের পড়াশোনার খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন ঠিক তখনই তার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সকল দায়িত্ব নিয়েছে 'স্বপ্নযাত্রা'।

এই স্বপ্নযাত্রায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন প্রেমা। কত ফুল ফুটে, কত ফুল ঝরে যায় প্রাথমিক পর্যায়ে, কিন্তু বাবার সকল দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়ে ধরে রেখেছে তার পড়াশোনা। তার এই মনোবল অন্যদের জন্য অনুসরণীয় বলে মনে করি। বিজয়ের লক্ষ্যে তার এই সাফল্যে তার মায়ের অনন্য ভূমিকা, বাবার জীবন সংগ্রাম ও তার শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা নেহাত কম নয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা রাখি 'স্বপ্নযাত্রা'র সহায়তায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে এক আলোকিত জীবনের দিশারী হবে প্রেমা। তার সাফল্য কামনা করি নিরন্তর।

সুমাইয়া আক্তার : লক্ষ্য যখন অনেক দূর

'অন্ধকারে দেবো আলো
এই হয় মোদেরপণ
শিক্ষা নিয়ে গড়বো মোরা
সবার সেরা জন'

মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিক্ষাবিস্তারে যেমন নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন তেমনি একাডেমিক শিক্ষাও প্রয়োজন। এ দু'য়ের সমন্বয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সম্ভব। অভাব অনটন ও দারিদ্র্যের কারনে অনেকেই শিক্ষা নামের সিঁড়ি টপকাতে পারছেন না। অন্যদিকে এই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অনেক শিক্ষানুরাগী এগিয়ে এসেছেন অসংখ্য মানুষের স্বপ্নপূরণের জন্য। অন্ধকারে আলো প্রজ্জ্বলিত করে সবার সেরাজন গড়ে তুলতে তৃণমূল পর্যায়ে মেধাবী ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করেছে স্বপ্নযাত্রা। যা খুবই আন্তরিক এবং প্রশংসনীয়। মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার। দুইভাই ও এক বোনের মধ্যে সে বড়। বাবা মোঃ সারজাহান রাজমিস্ত্রীর কাজ করে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করছিল। কিন্তু হঠাৎ তার একটি হাত ভেঙে গেলে পরিবারটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুমাইয়ার পড়াশোনা পড়ে বিপর্যয়ের মুখে। ঠিক এই সময় সুমাইয়ার পড়াশোনার দায়িত্ব নেয় অনেক কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। এই স্বপ্নযাত্রায় এখন শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সুমাইয়া। সুমাইয়া এখন পথচলায় পেয়েছে নতুন সাথী স্বপ্নযাত্রা, যাতার স্বপ্নপূরণে অনন্য ভূমিকা রাখবে। অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য যাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, সে কি জীবনযুদ্ধে হেরে যেতে পারে?

আমাদের প্রত্যাশা, স্বপ্নযাত্রা'র সহায়তায় শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সে একদিন আলো ছড়াবে সমাজ বিনির্মাণে। আমরা তার সাফল্য কামনা করি।

জিয়াসমিন আক্তারঃ হাতছানি দেয় আলোর বাতি

ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, তারাই সফল হয়েছেন, যারা জীবনটাকে বেছে নিয়েছেন যুদ্ধ হিসেবে। অভাব অনটন ও দারিদ্র্যকে পিছে ঠেলে সাফল্যের পথে নিজেকে ধাবিত করেছেন। শিক্ষাই বদলে দিয়েছে মানবসভ্যতার ইতিহাস। তাই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করা আমাদের লক্ষ্য।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণিবৈষম্যের কারণে প্রাথমিক পর্যায় না পেরিয়ে ঝরে পড়েছে অনায়াসে। আবার এই ঝরে পড়া কমাতে শিক্ষাক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা রেখেছেন অনেকে। এগিয়ে এসেছেন অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য। যা খুবই আন্তরিক এবং প্রশংসনীয়। স্বপ্নযাত্রা'র এই উদ্যোগে সমাজে তৈরি হবে অসংখ্য আলোকিত মানুষ। এই উদ্যোগ সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বলই ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী জিয়াসমিন আক্তার। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বাবা তারা মিয়া কৃষিকাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। জিয়াসমিন প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে দুটি সনদ অর্জন করেছে সাফল্যের সাথে। সে পড়াশোনা করে আলোকিত মানুষ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করতে চায়।

তার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে জিয়াসমিনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষাসহায়ক নবীন প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্নযাত্রা'। সে এখন পথচলায় পেয়েছে সহযোগী, যা তার স্বপ্নপূরণে অনন্য ভূমিকা রাখবে। জীবনে সুশিক্ষা অর্জন করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর জন্য স্বপ্নযাত্রা পাশে থাকবে।

আপন ইসলাম রৌদ্র : বিজয় অবিরাম বিশ্বাসে

প্রাচীন সভ্যতার জনপদ মুন্সীগঞ্জ তথা বিক্রমপুর। এই জনপদে অসংখ্য গুণী, মনীষী ও সমাজসেবক জন্মগ্রহণ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রসহ সকল বিভাগে ব্যাপক অবদান রেখেছেন সেই গুণী ব্যক্তিবর্গ। সেই ধারবাহিকতা ধরে রাখতে তাদের উত্তরসূরিগণ নিচ্ছেন নতুন নতুন উদ্যোগ। তেমনি একটি উদ্যোগের নাম ‘স্বপ্নযাত্রা’।

ইতোমধ্যে প্রথম ব্যাচে তৃণমূল পর্যায়ে মেধাবী ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে ‘স্বপ্নযাত্রা’। আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ‘স্বপ্নযাত্রা’র এই মহতী উদ্যোগ খুবই প্রশংসার দাবিদার।
আমাদের সমাজে এরকম অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের সাধ আছে তো সাধ্য নেই । অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায় অনেকেই ঝরে পড়েছে পড়াশোনা হতে। স্বপ্নযাত্রার মতো আরো সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হলে হয় তা এই চিত্রটি কমে আসবে।

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার জসলদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আপন ইসলাম রৌদ্র। বাবা মনির হোসেন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে ধরেছেন সংসারের হাল। রৌদ্র প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে একটি সনদ। দারিদ্য ও আর অভাব দমিয়ে রাখতে পারেনি তার পড়াশোনার প্রচেষ্টা। সে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাবা মায়ের দুঃখ দূর করার স্বপ্ন দেখে। এই সাফল্যে তার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। আমাদের প্রত্যাশা, স্বপ্নযাত্রা’র সহায়তায়তায় আলোকিত জীবন গড়ে উঠবে। আমরা তার সাফল্য কামনা করি।

জান্নাতুল ফেরদৌস নাইমা

জান্নাতুল ফেরদৌস নাইমা জামিলা আইনুল আনন্দ বিদ্যালয় ও কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দশম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্রী। সে মোহাম্মদপুর এলাকার জহুরী মহল্লার বাবর রোডে বসবাস করে। তার বাবা নাজমুল আহসান খান স্বল্পবেতনে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তার এই স্বল্পবেতন দিয়েই সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের সকল খরচ চলে। এত বড় সংসার চালাতে গিয়ে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর কথা, সেখানে বাবা নাজমুল আহসান তার শত কষ্টের মাঝেও পড়াশোনার খরচ বহন করে চলেছেন। ছোটবেলা থেকে মেয়ের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও মানুষের মতো মানুষ হাওয়র দৃঢ় সংকল্প, নাইমার বাবা ও মাকে অনুপ্রানীত করেছে তাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে পড়াশোনা করার জন্য। রাজধানীতে যেখানে উচ্চবিত্ত পরিবারও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়, সেখানে বাবা নাজমুল হাসানের মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা অনেকটা অসাধ্যকে সাধন করার মতনই। বিগত বছরগুলোতে নাইমার ভালো ফলাফল, শিক্ষকদের উৎসাহ, বাবা-মায়ের ঘামঝরা শ্রম ও তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে। সে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে এবং পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনেও সফলতা অর্জন করবে।

কিন্তু অসহায় বাবার পক্ষে এখন আর পড়াশোনা করানোর যাবতীয় খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। সে সংসারের সকল খরচ বহন করতে গিয়ে মেয়ের পড়াশোনার যাবতীয় খরচ দিতে পারছে না। ঠিক যখনি নাইমার উচ্চ শিক্ষার আশার আলো নিভে যেতে শুরু করেছিল, তখনি আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নযাত্রা। মেধাবী ছাত্রী নাইমার আত্মবিশ্বাসের ভিত শক্ত করার পেছনে যেমন তার অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণু পিতার শ্রম রয়েছে, তেমনি রয়েছে একজন নীরব সহায়কের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা, স্বপ্নযাত্রা'র প্রধান উদ্যোক্তা জনাব আরিফ সিকদার। তিনি নাইমার স্কুলের সকল খরচ বহন করে তাকে মানসিক শক্তি জুগিয়ে আসছেন একজন পরম অভিভাবকের মতো।

নাইমা এখন তার বাবা-মায়ের একমাত্র আশা, শিক্ষকের সফল ছাত্রীর অন্যতম উদাহরণ। আমরা নাইমার সফল কর্মময় জীবন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা।

মোঃ সাজ্জাদ

মোঃ সাজ্জাদ ভবেরচর ওয়াজির আলী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের দশম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্র। সে গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের বাসিন্দা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বাবা শাহআলম ছোটবেলাতেই সাজ্জাদ ও তার মাকে ফেলে রেখে চলে যায়। মা সুফিয়া বেগমই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ থাকায় তার মা ছোট একটা চাকরি করে সংসার চালায়। যেখানে দুবেলা দু'মুঠো খাবারের জোগাড় করতেই সুফিয়া বেগমের কষ্ট হয়ে যায়, সেখানে তিনি শত কষ্টের মাঝেও সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষকরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন। বরাবরের মতো ভাল ফলাফল করে এবার সে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই বড় হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পড়াশোনা করে আসছে সাজ্জাদ।

কিন্তু অসহায় মায়ের পক্ষে এখন আর পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক যখনি সাজ্জাদের উচ্চশিক্ষার আশার আলো নিভে যেতে শুরু করেছিল, তখনি আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নযাত্রা।

সাজ্জাদ এখন তার মায়ের একমাত্র আশা, শিক্ষকের সফল ছাত্রের অন্যতম উদাহরণ। আমরা সাজ্জাদের সফল কর্মময় জীবন দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা।